



## সূচিপত্র

আর-রহমান	২১
গুহার ভেতর আলোর দেখা	২১
রহমতের চাদর	২৩
অনুভূতির প্লাবন	২৪
বিজ্ঞদের থেকে জেনে নাও	২৫
রহমানের পক্ষ থেকে শাস্তি	২৬
মৃত্যু একটি নিয়ামত	২৮
গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন	২৯
আল-জামিল	৩১
সুবহানাল্লাহ	৩১
বিস্ময়কর বুড়ি	৩২
কমলা আর ডালিম	৩৩
প্রজাপতি	৩৪
সকাল বেলার সুমধুর সুর	৩৫
নাস্তিকরা আসলেই বোকা!	৩৬

আল-ওয়াহাব	৩৮
তিনি ওয়াহাব	৩৮
অফুরান সম্পদ বনাম আপনার দুটি চোখ	৪০
পাপকাজের ইতি টানুন	৪১
বরকতময় ব্যর্থতা	৪২
ছাদ-বিহীন দুআ	৪৩
আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম	৪৭
সর্বাধিক দানশীল তিনি	৪৯
আল-হক	৫১
সুস্পষ্ট সত্য	৫১
লক্ষ্য করো	৫১
রাতের বেলায়	৫৪
তুমি নিশ্চয় জানো	৫৫
প্রকৃতি! প্রকৃতি!	৫৬
আল-হাকিম	৫৮
তোমাদের আপন সন্তায়	৫৮
আয়না	৫৯
তাঁর হুকুম	৬১
দুই নারীর সমান অংশ	৬২
স্রষ্টার প্রজ্ঞা	৬৩
আমাকে জানান	৬৪
যথাযথ অনুপাতে	৬৬
আলঝেইমার	৬৭
আল-আলিম	৭১
তিনি অবশ্যই শুনলেন	৭২

তিনি সেটা জানেন	৭৩
তিনি তা জানেন...	৭৩
তিনি তা জানেন...	৭৪
সালাফ	৭৪
সহজ	৭৬
ইবনু কাসিরের ইতিহাসগ্রন্থ	৭৭
প্রশান্তি আছে	৭৮
ভয়ও আছে	৮০
সমুদ্রের গহ্বর	৮১
চেনা মানুষ	৮৩
<b>আল-ফাতাহ</b>	<b>৮৭</b>
সুসংবাদ	৮৭
জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন	৮৯
দুআর দ্বার উন্মোচন	৯০
নববির কান্না	৯২
বিস্ময়কর উন্মোচন	৯২
উন্মোচনকারীর দান	৯৫
<b>আল-কাদির</b>	<b>৯৭</b>
যে পানি গড়িয়ে পড়ে না	৯৭
বিস্ময়কর এ পৃথিবী	৯৯
আতঁচিৎকার	১০০
বর্ষণশীল বারিধারা	১০০
চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে	১০১
সমূলে উৎপাটিত	১০২
অসম্ভবের চাইতেও বেশি	১০৪

যদি তারা তাঁর অবাধ্যতা করে ১০৫

আল-ওয়ালি ১০৮

ধূলিকণা ১০৯

যুন্দের সূচনা ১১০

তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন ১১১

হুৎকম্পন ১১২

সুরক্ষিত ঢাল ১১২

এতিম হয়েও আলিম ১১৩

তাকে আপনার ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে দিন ১১৪

নেককারদের অভিভাবকত্ব করেন ১১৫

আল-কওয়া ১১৮

আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই ১১৯

বিশাল বাতি ১২০

আমি অসুস্থ ১২১

অহংকারীদের তিনি অবদমিত করেন ১২২

ডোজ ১২৩

বিশাল পর্বতমালা ১২৪

মশা ১২৫

তাঁবুগুলোর মাঝে ১২৭

সে মারা গেল! ১২৮

যখন হুৎপিণ্ড থেমে যায় ১২৯

আল্লাহর নিয়ামতসমূহের কুফরি করল ১৩০

...কিন্তু তাদের সীমালঙ্ঘন বাধাহীন! ১৩০

ঠান্ডা ঝঞ্ঝাবায়ু ১৩১

আল-বাদি	১৩৩
আওয়াজ : এক বিস্ময়	১৩৪
জীবনের সুর	১৩৪
গোপন, আর গোপনই থাকবে	১৩৫
মোরগের ডাক!	১৩৬
চোখ	১৩৭
রং	১৩৮
প্লাস	১৪০
আস্বর	১৪২
মুক্তো	১৪৩
মুগ্ধতার ভিড়ে	১৪৪
তোমাদের নিজেদের মাঝেই	১৪৫
সূর্য	১৪৬
অক্সিজেন	১৪৮
উপসংহার	১৪৯





## আর-রহমান

আমি আল্লাহর কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। কারণ তিনি রহমান-রহিম। আমাদের রব যদি আমাদের প্রতি দয়ালু না হতেন, তাহলে কেমন হতো এ জীবনটা? আমরা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারি, চোখ দিয়ে প্রতিটি দৃশ্য দেখতে পারি, কান দিয়ে শব্দ শুনতে পাই। এ সবকিছুতেই আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া ও রহমতের প্রকাশ ঘটে।

আমি আল্লাহর কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। কারণ এই নামটা মুসলিমের জীবনে গভীরভাবে প্রকাশ পায়। আল্লাহ আমাদেরকে সকল কাজ শুরু করতে বলেছেন ‘রহমান-রহিম’ নাম দিয়ে যেন আমরা রহমত, বরকত আর তাওফিক পেতে পারি।

সালাতের প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে রহমান-রহিম নাম আসে। এর মাধ্যমে সর্বোত্তম আমলের সুন্দরতম সূচনা হয়!

কুরআনের প্রতিটি সুরার শুরুতে রহমত শব্দটি এসে শুভ উপস্থাপনা হয়!

কুরআনের ১৬০টিরও বেশি আয়াতে এই নামটি দেখা যায়। এমনকি কুরআনে অভিনব বাক্যশৈলী দিয়ে সাজানো হয়েছে পূর্ণাঙ্গা একটি সূরা ‘আর-রহমান’।

‘রহমান-রহিম’ নামের সাহায্যে আমরা আমাদের আত্মা নিয়ে রহমতের আসমানে উড়াল দিই।

### গুহার ভেতর আলোর দেখা

গুহাবাসীর ঘটনায় আছে, তারা এমন একদল যুবক, যারা নিজেদের রবের ওপর ঈমান এনেছিল। তাদের সম্প্রদায় আল্লাহর সাথে শির্ক করেছিল। তারা সে সম্প্রদায়

থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রশস্ত জীবন থেকে পালিয়ে তারা ঢুকে পড়েছিল এক সংকীর্ণ গুহায়!

অন্ধকার, শীতল এক গুহা। যে গুহায় নেই আয়েশি জীবনের কোনো উপকরণ।

এমন গুহায় জীবন কেমন হবে? বছরের পর বছর শীতে যে গুহা স্ট্যালাকটাইটের চুনে ভরে গেছে, সেখানে তাদের রাতগুলো কেমন হওয়ার কথা? নিশ্চয় তাদের জীবনটা ছিল ভূতুড়ে, রাতগুলো ছিল শীতল, ধীর ও একাকী!

কিন্তু গুহার বিবরণ দিয়ে কুরআনে যে আয়াত আছে, সেটা পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন কীভাবে তাদের গুহা আলোকিত ছিল। কীভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ সেই গুহার দেওয়ালে অদৃশ্য আলো ছোট ছোট বাতির মতো জ্বলে গুহাটি আলোকিত রেখেছিল। আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল সেই গুহার সবচেয়ে দামি আসবাব যার বদৌলতে গুহাটি হয়ে পড়ে দুনিয়ার তাবৎ প্রাসাদের মাঝে সবচেয়ে দামি! এই আসবাব হলো রহমত! আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوَا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ  
مِّنْ رَّحْمَتِهِ... ﴿١٦﴾

তোমরা যেহেতু তাদের থেকে আলাদা হয়েছ এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে  
যাদের ইবাদত করে, তাদের থেকেও সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, সেহেতু তোমরা  
গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের রব তোমাদের জন্য তাঁর রহমত  
বিস্তৃত করবেন।[১]

রহমান যখন কোনো অন্ধকার জায়গায় আলো ছড়িয়ে দেন, সে জায়গাটা তিনি  
উজ্জ্বল করে দেন। সংকীর্ণ গুহায় তিনি রহমত ছড়িয়ে দিলে সেটা প্রশস্ত হয়ে যায়।  
মৃত প্রাণে তিনি রহমত দিলে সেটা সজীব হয়ে ওঠে।

এই এক রহমতের কারণে ৩০০ বছর ধরে তাদের কোনো খাবারের প্রয়োজন  
পড়েনি! তারা পূর্ণ বিশ্রামে ছিল, আরামের ঘুম বহু বছরেও ভাঙেনি। দুঃখ তাদের  
গুহায় ঊঁকি দিতে পারেনি। দুশ্চিন্তা তাদের হৃদয়ে ঠাঁই পায়নি। ভয় তাদের গুহার  
কাছেই আসতে পারেনি। বরং ভয়ই পিছু হটেছে! আল্লাহ যদি আপনাকে বিশেষভাবে  
তাঁর কোনো একটা দয়া বা অনুগ্রহ দান করেন, তাহলে আপনার জীবনের সকল

[১] সুরা কাহফ, আয়াত : ১৬

দুঃখ-দুশ্চিন্তা মোকাবেলার জন্য সেটাই যথেষ্ট হয়ে যাবে!

সংকীর্ণ গুহায় আল্লাহর ছড়িয়ে দেওয়া এই অনুগ্রহের বরকতে তাদের গুহার ঘটনা আজ হয়ে পড়েছে এমন বিবরণ, যেটা সকল মুসলিম প্রতি সপ্তাহে পড়ে। এর থেকে তারা আলো গ্রহণ করে। রবের ওপর ঈমান আনা এই যুবকদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ তাদেরকে সঠিক পথের দিকে আরও বেশি খাতিব করে।

### রহমতের চাদর

আল্লাহর অপরিসীম রহমতের প্রমাণ হলো, তিনি জানেন জাহান্নামের আগুনে শরীর ও আত্মা কেমন কষ্ট আর যন্ত্রণা পাবে। তিনি জানেন কোন কোন বিষয়গুলো ঐ জাহান্নামে পৌঁছে দেবে। তাই তিনি বান্দাদের ওপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেন যেখানে সব ধরনের দলিল দিয়ে বোঝা যায় আল্লাহই এই কিতাবে থাকা কথাগুলো বলেছেন। কুরআনে তিনি নার, জাহান্নাম, সাইর, হুতামা, লায়াম, হাবিয়াসহ জাহান্নামের আরও বহু নাম শত শত বার এনেছেন। জাহান্নামে নিয়ে যায় এমন কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। কোন কোন কাজ করলে জাহান্নামে ব্যক্তি চিরস্থায়ী হয় তা জানিয়ে দিয়েছেন। আর এ সবই বান্দাদের প্রতি দয়ার কারণে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য।

কুরআন-সুন্নাহর নানান বস্তুবো আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেন, তিনি ক্ষমাশীল, যাতে বান্দারা সবকিছু ছেড়ে তাঁর দিকে ফিরে যায়। তিনি আরও জানান, বান্দার তওবায় তিনি অত্যন্ত খুশি হন। তাদেরকে দেওয়া নিয়ামতের কথা বলে তাদের প্রিয় হয়ে ওঠেন। তাদেরকে সবচেয়ে অভিনব সৃষ্টি, সুন্দর বস্তু, চূড়ান্ত সহিষ্ণুতা, ক্ষমা এবং অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যাতে তারা তাঁর নেককার বান্দাদের মাঝে शामिल হওয়ার তীব্র আগ্রহ পোষণ করে।

তিনি বান্দাদের প্রতি রহম করেন। তিনি চান তারা জান্নাতে প্রবেশ করুক। তাই তাদের কাছে জান্নাতের গাছপালা, সুমিষ্ট পানীয়, সুরম্য প্রাসাদ, অনন্য কক্ষ আর সুখী জীবনের বর্ণনা দেন। তাদের কাছে বারবার এগুলো বলেন। চিরস্থায়ী নিবাসের প্রতি আগ্রহ তীব্র করে তোলে এমন আয়াতগুলো বারবার বলেন। কোনো আয়াতে যদি তারা উদাসীন থাকে, দ্বিতীয় একটি আয়াত এসে তাদের জাগ্রত করে তোলে। দ্বিতীয় আয়াতেও উদাসীন থাকলে অন্তত তৃতীয় আয়াতে আর উদাসীন থাকে না। এভাবে নরম ভাষায়, উন্নত ভাষাশৈলীতে, নানান বিবরণে তিনি জান্নাতকে ফুটিয়ে তোলেন। কুরআন পাঠক যদি জান্নাতের সবুজ বাগান দেখতে না-ও পায়, তবু নদীর সৌন্দর্য হয়তো তার ভালো লেগে যাবে। যদি কুরআন পাঠক জান্নাতের প্রাসাদ কল্পনা করতে না পারে, তাহলে তার কল্পনায় হুরের ভাবনা অন্তত আসবে।



আল্লাহ খারাপ কাজগুলোর কথা কুরআনে ব্যক্ত করে সেগুলোর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা তুলে ধরার মাধ্যমে বান্দাদের কাছে ঘৃণিত করে তোলেন যাতে বান্দারা সেগুলো থেকে বেঁচে থাকে, বান্দারা যেন আল্লাহর ক্রোধ আর অসন্তোষ থেকে বিরত থাকে।

ভালো কাজগুলো তিনি সুন্দর গুণাবলিতে ভূষিত করে উন্নত মানের ভাষায় তুলে ধরেন। মানুষের মন সেই ভালো কাজগুলো করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আল্লাহ যে কাজগুলো করার তাওফিক তাকে দেন, সেগুলো করার জন্য সে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এভাবে আল্লাহর কাছে বান্দাদের মান-মর্যাদা উন্নত হতে থাকে। কতই না মহান সেই সত্তা, যিনি রহমান-রহিম।

### অনুভূতির প্লাবন

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আল্লাহর রহমতের ১০০ ভাগ রয়েছে। এর মধ্যে ১ ভাগ তিনি জিন, মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও কীটপতঙ্গের মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন। এই এক ভাগ রহমতের কারণেই সৃষ্ট জীব একে অপরকে ভালোবাসে এবং অনুগ্রহ করে। এই এক ভাগ রহমতের মাধ্যমে বন্য পশু তার সন্তানের প্রতি দয়া ও মমতা প্রদর্শন করে। মহান আল্লাহ তাঁর ১০০ ভাগ রহমতের ৯৯ ভাগ রহমত নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন নিজ বান্দাদের প্রতি দয়া করবেন।’<sup>[১]</sup>

সৃষ্টিকুলের প্রতি আল্লাহর রহমতের একটি নিদর্শন হলো, তিনি বাবা-মায়ের অন্তরে সন্তানদের প্রতি এমন অনুগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেটা না থাকলে তাদের জীবন চলত না। এই অনুভূতিকে কোনো সৃষ্টজীব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। একজন মাকে যদি দুনিয়ার সকল সম্পদ দিয়ে বলা হয় তার সন্তানকে পাহাড়ের ওপর থেকে ছুড়ে ফেলার জন্য, তাহলে মা কখনোই সেটা করতে পারবে না। বাবাকে যদি বলা হয় তার সন্তানকে একটা চলন্ত গাড়ির সামনে নিক্ষেপ করতে, এর বদলে তাকে কার্বনের মতো অর্থসম্পদ দেওয়া হবে, তবুও বাবা সেই জঘন্য কাজটি করতে পারবে না! কী সেই অনুভূতি যা এমন সব লোভনীয় অফারকে থামিয়ে দেয়? এমন আকর্ষণীয় সব প্রস্তাবকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দেয়?

নাস্তিকতা কীভাবে এমন অনুভূতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারল? কোনো নাস্তিকের জন্য তার হৃদয়ের গভীরে থাকা এমন অনুভূতি অস্বীকার করা সম্ভব নয়!

[১] সহিহ মুসলিম: ২৭৫২

এই অনুভূতির জন্য নির্ধারিত কোষের নামটা কী? বাবার হৃদয়ে দয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করে যে এনজাইম, সেটার নাম কী? মায়ের শরীরের কোন হরমোনগুলো এমন অনুভূতি সৃষ্টি করে?

কোনো নাস্তিককে জিজ্ঞেস করুন, কেন বিড়ালের বাচ্চার কাছে কেউ এলে বিড়ালটির মা হিংস্র প্রাণীর রূপ নেয়? ডারউইনবাদীরা এই অনুভূতিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? এটা যদি তার সৃভাব বা প্রকৃতি হয়ে থাকে, তাহলে এমন প্রকৃতি তাকে কে দিলো?

মূলত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি নেমে আসা অনুগ্রহ যাতে বান্দারা একে অপরের প্রতি দয়া-মমতা প্রদর্শন করে। কোনো বস্তুবাদ এই দয়ার অনুভূতির স্থান নির্ণয় করতে পারবে না। কোনো পরীক্ষাগার এই অনুগ্রহের মাত্রা পরিমাপ করতে পারবে না। কোনো মাইক্রোস্কোপ এই অনুভূতির প্লাবনের ছোট ছোট পরমাণু কোনোদিনও দেখাতে পারবে না।

### বিজ্ঞদের থেকে জেনে নাও

‘রহমান-রহিম’ এই দুই নামের মর্যাদা এমনই যে আল্লাহ এগুলোকে কুরআন পাঠের সময় ‘বিসমিল্লাহ’র সাথে জুড়ে দিয়েছেন। একজন মুসলিম কুরআন কারিমের যে কোনো সুরা পড়ার আগে ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম’ পড়ে। দিন-রাতে প্রতিটি কাজে একজন মুসলিম বিসমিল্লাহ বারবার বলে। যেন আমাদের এ জীবনে আমরা যত কল্যাণ অর্জন করি, সব এই নামের বদৌলতেই পাই। আমাদের জীবনে আমরা যত অনিষ্টকে ভয় পাই, সেগুলো এই নামের মাধ্যমেই প্রতিহত করি। আল্লাহর এই নামটা ছাড়া জীবন চলত না। এই নামবিহীন জীবনের কথা কল্পনাও করা যায় না। তাই তো বারবার বিসমিল্লাহ বলা গুরুত্বপূর্ণ। বারবার এই নাম বলতে বলতে এক পর্যায়ে মুমিনের হৃদয়ে তার রবের অনুগ্রহের প্রতি গভীর অনুভূতি তৈরি হয়।

এই নাম ও গুণের মর্যাদা এত বেশি যে, আল্লাহ যখন আরশের ওপর সমুন্নত হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন, তখন এই নামটা কুরআনে দুইবার এনেছেন। একবার বলেছেন—

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی

রহমান আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন।<sup>[১]</sup>

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ৫

## ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥١﴾

তারপর তিনি আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন। (তিনি) রহমান, সুতরাং তাঁর ব্যাপারে যিনি সম্যক অবহিত, তাকেই জিজ্ঞেস করো।<sup>[১]</sup>

মহান আরশকে অনুভব করা, সেই আরশের ওপর প্রবল ক্ষমতাধর আল্লাহর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টা বুঝতে গেলে জীবিত হৃদয়ে তীব্র ভয়, আশঙ্কা ও ভক্তির অনুভূতি স্পর্শ করে যায়। তাই তো আল্লাহ এই প্রসঙ্গে নামটা এনেছেন, যার থেকে রহমত ও বরকতের আলোকছটা প্রবাহিত হয়ে মুত্তাকি বান্দাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করবে। আরশের ওপর সমুন্নত হয়ে আল্লাহ বান্দাদের গোপনীয় বিষয়গুলো দেখছেন, তারা কি প্রকাশ করছে আর কি গোপন রাখছে, সেটাও আল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন—এটা বুঝতে পারলে বান্দারা ভীত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, তিনি রহমান। তিনি আপনার গুনাহ জানার পরও সেটা ক্ষমা করা পছন্দ করেন। তিনি আপনার সীমালঙ্ঘন শোনার পরও তওবা করা পছন্দ করেন। তিনি আপনাকে ভুল করতে দেখলেও ফিরে আসাটা পছন্দ করেন। তিনি হলেন রহমান, যার সহিষ্ণুতা জানাকে ছাড়িয়ে যায়, যার অনুগ্রহ অসম্ভবত্বকে ছাড়িয়ে যায়, যার ক্ষমা প্রতিশোধকে ছাড়িয়ে যায়।

‘তাঁর ব্যাপারে বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো’ আয়াতটিতে একটু মনোযোগ দিন। আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন আপনি তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তাঁর ব্যাপারে নিজের জ্ঞানের মাত্রা বাড়িয়ে নেন। ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, ‘অর্থাৎ তাঁর ব্যাপারে এমন কাউকে জিজ্ঞেস করুন, যিনি তাঁর ব্যাপারে জানেন। তারপর তাঁর অনুসরণ করুন।’<sup>[২]</sup> এটা তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহের প্রকাশ। তিনি জানার বিষয়টা কেবল বান্দাদের হৃদয়ে তাঁকে জানার সুভাবজাত আগ্রহের মাঝে সীমিত করে দেননি বরং জানার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। এতে করে তাকে জানার মাধ্যমে বান্দাদের অন্তরের পরিশুদ্ধি ও হিদায়াত অর্জিত হয়।

### রহমানের পক্ষ থেকে শাস্তি

সূরা মারইয়ামে শাস্তির স্থানে রহমানের নাম এসেছে—

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৫৯

[২] তাফসিরু ইবনি কাসির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১১৯

يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿١٥﴾

হে আমার বাবা, আমি আশঙ্কা করি আপনাকে রহমানের পক্ষ থেকে কোনো শাস্তি স্পর্শ করবে।<sup>[১]</sup>

আগে যখনই আমি এ আয়াতটি পড়তাম, আপন মনে প্রশ্ন করতাম, এখানে কেন বলা হয়নি, প্রবল ক্ষমতাস্বত্বের পক্ষ থেকে শাস্তি? কারণ, আমার মনে হতো, শাস্তি দেওয়ার কাজটা করুণার সাথে যায় না। পরে আমি বুঝতে পারলাম, আল্লাহ তাআলা শত্রুদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও করুণাময়, পরম দয়ালু। এর প্রমাণ হলো—

আল্লাহর শত্রুরা যখন শত্রুতা শুরু করে, তখন শুরুতেই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেন যাতে তারা নিজেদের জিদ থেকে ফিরে আসে। শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক হওয়ার যে সুযোগ দেন, এটাও তাঁর পক্ষ থেকে রহমত।

তিনি জালিমকে শাস্তি দিয়ে অন্য মানুষকে জুলুমের পথে চলার ব্যাপারে সতর্ক করেন। তাঁর এই শাস্তি ও সতর্কতা অন্যান্য বান্দার প্রতি রহমতস্বরূপ।

স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টির কাউকে শাস্তি দেওয়াটা জুলুম। এই প্রসঙ্গে রহমান নামটা এনে মুমিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর শাস্তি বান্দাদের জন্য জুলুম না। আল্লাহ তাআলা জুলুম থেকে পবিত্র। বরং তিনি ন্যায়পরায়ণ, বান্দাদের তিনি যথোপযুক্ত হিসাবই নিয়ে থাকেন।

শাস্তির প্রসঙ্গে রহমান নাম আসার মাঝে নিহিত প্রজ্ঞার আরেকটি দিক হলো তিনি কাফিরকে অথবা শাস্তির উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার সাথে মানায় এমন শাস্তিই দেন। অন্য ব্যক্তির কাজের শাস্তি তাকে দেন না। শাস্তির ফেরেশতাদেরকে অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়ার সুযোগ দেন না। এমন শাস্তি তাকে বাড়িয়ে দেন না, যেটা পাওয়ার উপযুক্ত সে নয়।

আর এ সবই আল্লাহর রহমত। তাই এই আয়াত বা এর মতো আরও কিছু আয়াতে ‘রহমান’ পরিচয় আনা হয়েছে। আর এই নাম আনার পেছনে আল্লাহর এমন প্রজ্ঞা আছে, যা আমরা জানি না। কেবল আল্লাহ জানেন। কিন্তু আমি যে জিনিসটা

[১] সূরা মারইয়াম। আয়াত : ৪৫

বলতে চাই সেটা হলো, কান্নার বান্দাকে শাস্তি দেওয়া এবং তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ যদি এমন হয়, তাহলে যে মুমিন ভগ্ন হৃদয়ে তার কাছে নেকি চায় এবং কোনো কিছু প্রত্যাশা করে, তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ কেমন হবে?

### মৃত্যু একটি নিয়ামত

আপনার মাথায় কি কখনো এসেছে যে, মৃত্যুও আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের একটা নিদর্শন হতে পারে? মৃত্যু না থেকে যদি শুধু জীবন থাকত, তাহলে সেটাও অসহনীয় হয়ে যেত?

আসুন আমরা কল্পনা করি, আল্লাহ মানুষকে এক হাজার বছর করে জীবন দিলেন। অর্থাৎ এর আগে তাদের মৃত্যু হবে না এমনটা নির্ধারণ করে দিলেন।

এবার বলুন, এই বিশ্বজগতে জীবনধারণের উৎস কি পাঁচ হাজার কোটি মানুষের জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট হবে? আর যদি এর চাইতে বেশি হয় তাহলে কী অবস্থা দাঁড়াবে?

অক্সিজেন, পানি, উদ্ভিদ ও পশুর মতো জীবনের নানান উৎসের কথা বাদ দিন। শুধু বলুন পৃথিবীর মাটিতে কি এত পরিমাণ মানুষের জায়গা হবে?

বড় বড় জায়গার কথা চিন্তা না করে নিজেদের বাড়িতেই প্রবেশ করি। কল্পনা করুন আপনি কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে দেখলেন আপনার বাড়িতে ৫০ জন বৃদ্ধ মানুষ, যারা আপনার দাদা-দাদী, নানা-নানী। শত শত বছর ধরে আপনার কাছে তারা আছে। আপনাকে এতগুলো মানুষের দেখভাল করতে হবে, তাদের সুখকর জীবনের উপকরণের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে!

আপনার ওপর একটা বৃদ্ধাশ্রমের দায়িত্ব এসে পড়বে। সেটা আপনার দাদা-পরদাদায় ভারতি থাকবে। আপনার ওপর কর্তব্য হবে তাদের আনুগত্য করা, খাওয়ানো, পান করানো এবং শত শত বছরের জমে যাওয়া ক্লান্তি হ্রাস করা।

আপনি আপনার কাজ করার সময় কীভাবে পাবেন? বাচ্চাদের সাথে খেলবেন কখন? এত এত দাদা-পরদাদার দেখাশোনা করার জন্য তো ২৪ ঘণ্টাও যথেষ্ট নয়।

তারপর যদি আপনার বয়স বাড়ে, দেখবেন তাদের খাটের পাশে আপনারও একটা খাট জুটেছে। আপনি হয়ে যাবেন নাতিদের দাদা। তারপর নাতির নাতিরও দাদা। বৃদ্ধ বয়সের যত কষ্ট মানুষ ভোগ করে, সেটা আপনিও ভোগ করবেন। এত এত